শ্রমিকের প্রতি দায়বদ্ধতা - পাশ্চাত্য বিশ্ব ও বাংলাদেশ

-আল নোমান শামীম, সিডনি

শ্রমিকের কোনো সীমান্ত নেই, পারমিট বাধ্যবাধকতা থাকলেও শ্রমিকের অবাধ প্রবাহ ও চাহিদা সর্বজনস্বীকৃত। তা সে প্রশিক্ষিত শ্রমিকই হোক অথবা অর্ধ শিক্ষিত। অভিবাসনের এই যুগে, শিল্পন্নোত বিশ্বে শ্রমিকের টানাপোড়েন ও চাহিদা এবং যোগান - নতুন একটি সম্পর্ক গড়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে। এরই সুত্র ধরে, যারা দেশ থেকে সমস্যা, সংঘাত, সাধ আর সাধ্যের টানাপোড়ন পেঁড়িয়ে, দেশের গন্তি ছাড়িয়ে প্রবাসে আসেন, তারা কিন্তু প্রতি ক্ষণেই অনুভব করেন তার ফেলে আসা অতীতকে। প্রবাসে বসবাসের অনেক সুবিধাই আছে, তবে অসুবিধাও কম নয়। প্রবাসীদের চিন্তা-চেতনার সাথে দেশজ বাস্তবতার পার্থক্য মাঝে মাঝেই বিশ্বাসের পুকুরে ঢিল ছোড়ে। গত মার্চে দেশে যাবার পর গুলশানস্থ Pizza Hut-এ যাওয়া হয়েছিলো। এই ধরনের Chain Shop গুলো গতিশীল উন্নত জীবন যাপনের সাথে শুধু সামসঞ্জ্যপূর্ণই নয়, অপরিহার্যও বটে। আধুনিক ঢাকার অধুনা সংযোজন এই রেস্টুরেন্টে পরিবারের সবাইকে নিয়ে Day out-এ যে অর্থের শ্রাদ্ধ হলো, বন্ধুবর একজন বললেন, তা একটি নিম্নবিত্তের এক মাসের খোড়াকি। আমার পর্যবেক্ষণটুকু কোনোমতে এই ধরনের রেষ্টুরেন্টের পক্ষে-বিপক্ষে নয়, আধুনিক ঢাকাবাসী বা পাশ্চাত্য দেশে প্রবাসীর জন্য এই অর্থটুকু হয়তো খুব বেশী নয়, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার সপ্তাহান্তে দাওয়াতের কালচারে অভ্যস্থ প্রবাসীরা এই নিয়ে আলোচনার তুবড়ি ফোটাবে। প্রশ্ন ওঠে, পাশ্চাত্য বিশ্বে এই ধরনের Chain Shop-গুলোতে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় সম-যাতায়াতের সাথে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মিল কতটুকু? সুষম সমাজ ব্যবস্থা ও সম্পদের বাহুল্যতা প্রকাশের সমন্বয়হীনতা কতটুকু প্রভাব ফেলেছে তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিকের উপর?

শুধুমাত্রই জীবিকার সন্ধানে ক্রমাগত ছুটে চলা অপরদিকে উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় স্থায়ীভাবে অভিবাসী বাঙালীদের মধ্যে অভিবাসন জনিত ব্যবধান আছে বৈকি; অভিবাসীরা যে দেশে যান, সেখানেই গড়ে তোলেন তাদের ভবিষ্যত - তার নিজের ও প্রজন্মের জন্য। দেশে

ফেরার চেয়ে বেড়ানোতে অধিকতর আগ্রহী এই অভিবাসীরা এরপরও ঢাকায় ফ্ল্যাট কেনেন কিংবা স্বজনের জন্য পাঠান বৈদেশিক মুদ্রা, সময়ে-অসময়ে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রপার্টি মার্কেটে বিনিয়োগের পর পাঠানো এই অর্থটুকু অভিবাসী বাঙালীদের সঞ্চয়ের একটি বড় অংশ। হিসেবের এই অনুভবেই আমরা মিল খুঁজে বেড়াই তৃতীয় বিশ্বে একজন নিম্নবিত্তের পরিবারের পুরো মাসের খরচের সাথে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় একটি Junk Food-এর দোকানে বিত্তের প্রকাশ।

সম্পদ আর তার বণ্টন যে কোনো সমাজ ব্যবস্থার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের পরিণত ভিত্তি তৈরী করতে এই বণ্টন ব্যবস্থা অপরিহার্য্য। সম্পদের প্রাচুর্য্য ও সম্পদহীনতার মধ্যে বুকে কাপন ধরানো ব্যবধানের ব্যাপকতা যে দূরত্ব, যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে তা-কি আমরা অনুভব করছিনা? গত শতাব্দীর কালজয়ী সমাজব্যবস্থা, সমাজতন্ত্র-এর ব্যাপক প্রসার ঘটে এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করেই। শ্রমিক ও ধনিক শ্রেণীর এই দ্বন্ধ ও দূরত্বের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় না যেয়ে সহজভাবে বলা যায়, এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে দুই মেরুকরনে বিভক্ত বিশ্ব যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তার ব্যাপ্তি ও প্রভাব ব্যাপক। শ্রমিক শ্রেণীর বিবর্তনে এই দ্বান্ধিকতার সুত্রসমূহ ছিলো চমকপ্রদ; যা এই শতাব্দীতেও বহাল আছে।

শ্রমিকের জীবনচারনে কি এমন বিবর্তিত হয়েছিলো পাশ্চাত্য বিশ্বে? সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র প্রসারিত হয় তৃতীয় বিশ্বের সাথে সাথে, এমনকি পাশ্চাত্য বিশ্বেও । শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ ও বঞ্চনাকে তুলে ধরে ট্রেড ইউনিয়ন ও প্রগতিশীল ছাত্র-বুদ্ধিজীবিদের মাধ্যমে প্রসারিত এই আন্দোলন ক্রমাগত মূল্যবোধের আগুনে পোঁড়া পাশ্চাত্য বিশ্বের ভিত নাড়িয়ে দেয়। এমনি সময়ে, ষাঁটের দশকে গোড়ার দিকে পাশ্চাত্য বিশ্বে সমাজতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ও বিস্তার ঠেকানোর জন্য ধনিকশ্রেণী সম্পদের কিছুটা ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই সিদ্ধান্তটি ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ও যুগান্তকারী। সম্পদে অধিকারের ব্যাপারে অনুপাতের খুব বেশী তারতম্য না করেও কেবলমাত্র এইটুকুন ছাড়ের বিনিময়ে খুশী হয় পাশ্চাত্যের শ্রমিকশ্রেণী। অষ্ট্রেলিয়ার মতো পাশ্চাত্য দেশে আমরাও ঘরে ঘরে LCD TV, Model Car, ২৫ বছরের চুক্তিতে বাড়ীর মালিক হবার বাসনা ও ব্যস্ততায় ধনিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যখন তখন মিছিল করিনা,

গাড়ী ভাংচুর করিনা। বাংলাদেশে শ্রমিকদের এই সুযোগ কই? বৈশ্বয়িক ও মনস্তান্তিক এই সংঘর্ষে আপতত: জয়ী ধনতান্ত্রিক এই মডেল আমাদের দেশে কতটুকু পরীক্ষা করা হয়েছে?

একথা ঠিক যে কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত তৈরীতে মূলধনী (মহাজনী) শ্রেণী বা উদ্দোক্তা শ্রেণী অপরিহার্য। অধুনা বাজার ব্যবস্থায় তাতো বলাই বাহুল্য। ৬০-এর দশকের পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার এই পরিবর্তনের হাওয়া আমাদের দেশের শ্রমিক শ্রেণী কতটুকু ভোগ করছে বা আদ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এর সুফল বর্তমান গণতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে শ্রমিকরা পাচ্ছে কিনা - তা নিয়ে এখন ভাবার সময় এসেছে। সারাদেশে আগুনের ফুলকির মতো ফুটতে থাকা, যখন তখন রাস্তায় নেমে প্রান বিসর্জন দিয়েও দাবী আদায়ে অনড় খুলনা, মিরপুর, আশুলিয়া, গাজীপুর, টঙ্গীর শ্রমিকরা আর অপরদিকে ভোগবাদী ধনিক শ্রেণী বা ধনিক সমাজের বিত্তের প্রকাশ একটি অনিবার্য পরিণতির কথা মনে করিয়ে দেয় ! সম্প্রতি, অধ্যাপক মোজাফ্ফর যথার্থই বলেছেন, এখন সময় এসেছে দেশপ্রেমিক ব্যবসায়ী শ্রেনী তৈরী করার। আর কিছুদিন আগে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিজেএমই-এর কর্তাব্যক্তিদের বললেন, তারা (শ্রমিকরা) ভালো থাকলে আপনারা ভালো থাকবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই দিব্যদৃষ্টি বৈষম্য অনিবার্য সংকট হয়ে দাড়ানোর আগেই সমাধানের প্রয়োজনীয়তার সংকেত দেয় কি? সম্পদের বণ্টন ও সম্পদের বিতরণ ব্যবস্থার সাথে দেশের বেশীরভাগ মানুষ তথা শ্রমিকশ্রেণীর সংস্পর্শ না থাকলে সে সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা থাকে না। জাতীয় জীবনে নানা প্রতিকূলতাকে পেড়িয়ে এগিয়ে যাবার এই সময়ে এবং স্বনির্ভর, সুষম ভিত্তির বাংলাদেশ গড়তে খুব বেশী দেরী হবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাওয়া উচিত বলে মনে করি।

noman_bd@yahoo.com